ইত্তেফাক

তারিখ ... ১২।১০।৭৮ ...
পৃষ্ঠা ... ১ ... কলাম ... ২ ...

ফ্রন্ট বিলুপ্তির প্রশ্নে মন্ত্রী পরিষদ হইতে কাজী জাফরের পদত্যাগ

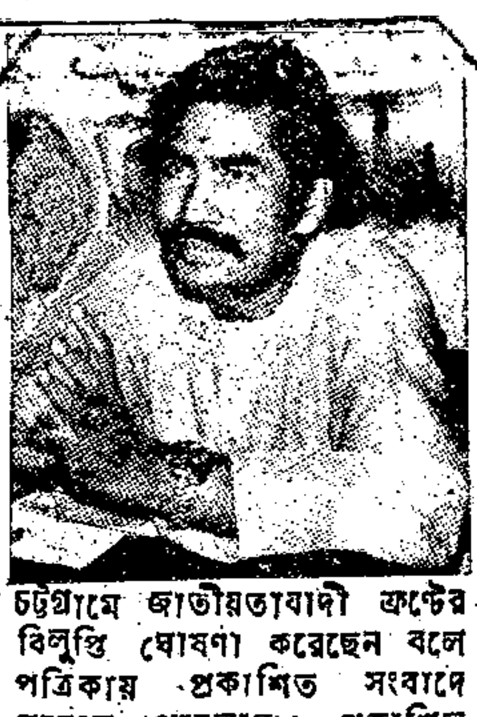

(ইত্তেফাক রিপোর্ট)

শিক্ষামন্ত্রী কাজী জাফর আহমদ গতকাল (বুধবার) পদত্যাগ করিয়াছেন। গতকাল বেলা ১২টা ৫৫ মিনিটে তিনি প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমানের নিকট পদত্যাগপত্র পেশ করেন। ইহার পর বেলা দেড়টায় তিনি ইউনাইটেড পিপলস পার্টির কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে আহূত এক জরুরী সাংবাদিক সম্মেলনে প্রেসিডেন্টের নিকট পেশকৃত তাঁহার পদত্যাগপত্রটি পাঠ করেন।

কাজী জাফর আহমদ ১০৫ দিন শিক্ষামন্ত্রী পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। তিনি এই বৎসরের ২৯শে জুন মন্ত্রীপরিষদের সদস্য নিযুক্ত হন। তাঁহার তৎকালীন পূর্বসূরী অধ্যাপক সৈয়দ আলী আহসান সেই সময় বিদেশে থাকায় তিনি দায়িত্ব বুঝিয়া লইতে পারেন নাই। পরে ৩রা জুলাই কাজী জাফর শিক্ষামন্ত্রীর দায়িত্বভার বুঝিয়া লন।

কাজী জাফর আহমদের পদত্যাগপত্রের পূর্ণ বিবরণী নিম্নে প্রদত্ত হইল:

"জনাব রাষ্ট্রপতি,

গত ২৬শে সেপ্টেম্বর আপনি চট্টগ্রামে জাতীয়তাবাদী ফ্রন্টের বিলুপ্তি ঘোষণা করেছেন বলে পত্রিকায় প্রকাশিত সংবাদে জানতে পারলাম। প্রকাশিত সংবাদে দেখা যায়, আপনি বলেছেন, জাতীয়তাবাদী দল গঠিত হওয়ার পর জাতীয়তাবাদী ফ্রন্টের আর প্রয়োজন নেই। আপনার কথিত ঘোষণা সম্পর্কে আমি বলতে চাই যে, জাতীয়তাবাদী ফ্রন্টের বিলুপ্তি ঘোষণার মত অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত গ্রহণের আগে জাতীয়তাবাদী ফ্রন্টের ষ্টিয়ারিং কমিটির বৈঠক ডাকা উচিত ছিল। তা' ছাড়া জাতীয়তাবাদী দল গঠনের ফলে ফ্রন্টের দরকার নেই বলে আপনি যা বলেছেন, আমি ও আমার পার্টি ইউনাইটেড পিপলস পার্টি তা মনে করে না। কারণ ফ্রন্টের যে কর্মসূচীর ভিত্তিতে জনগণ আপনাকে নির্বাচিত করেছে, নবগঠিত জাতীয়তাবাদী দলের কর্মসূচীতে তার যথাযথ ও পূর্ণাঙ্গ প্রতিফলন নেই। তা হলে

(২য় পৃঃ দ্রঃ)

P.T.O

ইত্তেফাক

তারিখ ... ১২।১০।৭৮ ...
পৃষ্ঠা ... ১ ... কলাম ... ২ ...

কাজী জাফরের পদত্যাগ

(১ম পৃঃ পর)

দেখা যাচ্ছে যে, ফ্রন্টের যে নির্বাচনী কর্মসূচী বাস্তবায়িত করতে আপনি ও ফ্রন্টের সকল অংগদল প্রতিশ্রুতিবদ্ধ, জনগণকে প্রদত্ত সে পবিত্র ওয়াদা বাস্তবায়নের সাথে আপনার ফ্রন্ট বিলুপ্তির ঘোষণা অসংগতিপূর্ণ। জাতীয়তাবাদী ফ্রন্ট গঠনের উদ্দেশ্য অবশ্যই শুধু প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে জয়লাভই ছিল না। ফ্রন্ট গঠিত হয়েছিল প্রেসিডেন্ট নির্বাচন ও পার্লামেন্ট নির্বাচন উভয়ের জন্যই। আমি ও আমার পার্টি মনে করে যে, নির্বাচনের প্রাক্কালে গঠিত ফ্রন্টের কর্মসূচীকে শুধুমাত্র নির্বাচন বিজয়ের মাধ্যম হিসাবে গ্রহণ না করে ফ্রন্টের কর্মসূচীকে অক্ষরে অক্ষরে প্রতিপালন করাটাই ন্যায়সংগত ও যুক্তিযুক্ত। ফ্রন্টের কর্মসূচী বাস্তবায়নের পূর্বেই ফ্রন্টের বিলুপ্তি ঘোষণা তাই আমাদের বিস্মিত করেছে। (আমি ও আমার পার্টি ইতিমধ্যেই আপনার ফ্রন্ট বিলুপ্তির ঘোষণার বিরুদ্ধে সংবাদপত্রের মাধ্যমে কয়েক দফা প্রতিবাদ জানিয়েছে। আমাদের এই প্রতিবাদ সত্ত্বেও আপনার নিশ্চুপতা আমাদের আরও বিস্মিত করেছে।) আমরা মনে করি যে, জনগণকে প্রদত্ত প্রতিটি প্রতিশ্রুতিই অত্যন্ত পবিত্র এবং সততা ও বিশ্বস্ততার সঙ্গে তার বাস্তবায়ন হওয়া উচিত। কিন্তু গভীর বেদনা ও ক্ষোভের সংগে লক্ষ্য করেছি যে, জনগণের প্রতি প্রদত্ত প্রতিশ্রুতির বাস্তবায়নের সিদ্ধান্তহীনতা ও দীর্ঘসূত্রতাজনিত ব্যর্থতার ফলে জনমনে ব্যাপক বিভ্রান্তির সৃষ্টি হয়েছে। এ ব্যাপারে আপনাকে ব্যক্তিগতভাবে আমি বহুবার অবহিত করেছি এবং এমনকি প্রকাশ্যেও আমার মতামত খোলাখুলিভাবে ব্যক্ত করেছি। কিন্তু কোন ফললাভ হয়নি। এ অবস্থায় আমি ও আমার পার্টি নীরব দর্শকের ভূমিকা পালন করতে পারে না। তাই আজ আমাকে এমন এক পথ গ্রহণ করতে হচ্ছে যা' আমি গ্রহণ করতে না চাইলেও জনগণ ও গণতান্ত্রিক মূল্যবোধের প্রতি আমার যে আনুগত্য আছে তার জন্য এই পথ বেছে নিতে হচ্ছে। অর্থাৎ জনগণের রায় ও তাদের প্রতি প্রদত্ত প্রতিশ্রুতির প্রতি বিশ্বস্ত থেকে আমি মন্ত্রী পরিষদের সদস্যপদ থেকে পদত্যাগ করছি।

"মাননীয় রাষ্ট্রপতি, এই কথা বলাই বাহুল্য যে, জাতীয়তাবাদী ফ্রন্টের যে কর্মসূচীর ভিত্তিতে জনগণ আপনাকে নির্বাচিত করেছে তা' এখনও বাস্তবায়িত হয়নি। দেশপ্রেমিক রাজবন্দীদের মুক্তি, সামরিক আইন প্রত্যাহার, রাজনৈতিক দলবিধি আইন বাতিল প্রভৃতির কথা এখানে উল্লেখ করা যায়। অন্যদিকে অস্বাভাবিক দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি চলছে এবং সারের দাম ও রেলের ভাড়া বৃদ্ধি করা হলো। শান্তি বাহিনী আনা হচ্ছে। এগুলোর বিরুদ্ধে আমি মন্ত্রিসভার মধ্যে এবং আমার পার্টি প্রকাশ্যে প্রতিবাদ জানিয়েছে। তবুও কোন ফললাভ হয়নি। এই সমস্ত ঘটনা ফ্রন্টের কর্মসূচী বাস্তবায়নের ব্যাপারটিকে অনিশ্চিত করে তুলেছে।

"মাননীয় রাষ্ট্রপতি, নতুন রাজনৈতিক দল গঠন ও তাতে আমাকে যোগদানের ব্যাপক চাপের মুখে আমি খোলাখুলিভাবেই বলেছি যে, রাজনৈতিক প্রক্রিয়া বলে একটা জিনিস আছে। হঠাৎ করে একটা রাজনৈতিক দল যেমন গঠন করা যায় না আবার গঠিত একটি দল ভাঙাও যায় না খেয়াল খুশিমতো। আপনাকে আমি একথাও বলেছি যে, বিভিন্ন মত ও পথের অনুসারীদের নিয়ে সাধারণ ও নিম্নতম কর্মসূচীর ভিত্তিতে ফ্রন্ট বা মোর্চা গঠন করা যেতে পারে, কোন দল করা যায় না। আমাদের জনগণের বাস্তব অভিজ্ঞতাও এই যে, রাজনৈতিক প্রক্রিয়াকে অস্বীকার করে পরস্পরবিরোধী চিন্তাধারা ও ঝোঁকের লোক নিয়ে বিশেষ কোন উদ্দেশ্য সাধনের জন্য রাতারাতি যে দল গড়ে উঠে, তার আয়ু ক্ষণস্থায়ীই হয়ে থাকে। তাই পরিপূর্ণ রাজনৈতিক সততা ও আন্তরিকতা সহকারে আমি আপনাকে বলেছি যে, এ ধরনের দলে যোগ দেয়া আমার এবং আমার পার্টির কর্মীদের পক্ষে সম্ভব নয়। নিছক মন্ত্রিত্বের জন্য আমরা ঐতিহ্য ও আদর্শচ্যুত হতে পারি না—জনগণের কোন কল্যাণ যে পদক্ষেপে নিহিত নেই, তাতে শরিকও হতে পারি না। কারণ এ দেশের গণতান্ত্রিক আন্দোলনের সাথে নিবিড়ভাবে সম্পৃক্ত থেকে আমি এবং আমার পার্টি ইউনাইটেড পিপলস পার্টি মনে করে যে, ক্ষমতার উৎস হলো জনগণ এবং ক্ষমতার প্রয়োজনও জনগণের অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্যই। কিন্তু জনগণের স্বার্থের প্রতি উপেক্ষা প্রদর্শন করে এবং জনগণের কল্যাণ নিহিত নেই এমন পরিবেশ ও পরিস্থিতিতে ব্যক্তিগতভাবে ক্ষমতা আঁকড়ে থাকা কোন গণতান্ত্রিক মূল্যবোধসম্পন্ন ব্যক্তির পক্ষে সম্ভব নয়। সে জন্য পাঁচমিশেলী জাতীয়তাবাদী দলে যোগ দিয়ে আমি ও আমার পার্টি ক্ষমতার অংশীদার থাকতে রাজী নই। আমরা ইউপিপি'র পক্ষ থেকে মন্ত্রিসভায় যোগ দিয়েছিলাম জাতীয়তাবাদী ফ্রন্টের কর্মসূচী যা' আপনার ও নির্বাচনী ওয়াদা তার বাস্তবায়নের জন্য। কিন্তু ফ্রন্টের সেই কর্মসূচী থেকে আপনি এখন ফ্রন্ট বিলুপ্ত করে দূরে সরে দাঁড়িয়েছেন, আপনার দলে যোগদানের জন্য চাপ সৃষ্টি করেছেন, এক কথায় আপনি নিজেও যে জাতীয় ঐক্যের কথা বিভিন্ন সময়ে বলেছেন, এখনও বলছেন, তা' অর্থহীন হয়ে পড়ছে। জাতীয়তাবাদী ফ্রন্টের মাধ্যমে যে ব্যাপক জাতীয় ঐক্যের সূচনা হয়েছিল, আপনার বর্তমান সিদ্ধান্তের ফলে সে জাতীয় ঐক্য সংহত না হয়ে স্বভাবতঃই দুর্বল হতে বাধ্য। গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় দল ও মতের বিভিন্নতা স্বীকৃত সত্য। দেশের অপরাপর দেশপ্রেমিক দলগুলির মত আপনার নবগঠিত নিজস্ব দলও প্রত্যাশিত গণতান্ত্রিক উত্তরণের সহায়ক ভূমিকা পালন করতে পারতো। সে ক্ষেত্রে দেশপ্রেমিক প্রগতিশীল জাতীয়তাবাদী দলসমূহের ঐক্য মোর্চা জাতীয়তাবাদী ফ্রন্ট পালন করতে পারতো—জাতীয় ঐক্য সংহতকরণ ও গণতান্ত্রিক উত্তরণের ঐতিহাসিক ভূমিকা। কিন্তু উল্লেখিত কারণে তা' সম্ভব হচ্ছে না। আসলে জনগণ আপনার নিজস্ব দল গঠনের গণতান্ত্রিক অধিকারকে স্বীকার করে নিয়েও চেয়েছিল যে, আপনি হবেন কোন দলের নন, জাতীয় ঐক্যেরই প্রতীক। প্রথম থেকে তাই আমাদের বক্তব্য ছিল যে, দলীয় অস্তিত্ব বজায় রেখেই দেশপ্রেমিক শক্তিসমূহের সুদৃঢ় ঐক্যপ্রতিষ্ঠা করা। এইজন্যই গঠিত হয়েছিল জাতীয়তাবাদী ফ্রন্ট এবং আমাদের বিশ্বাস, এই যে, তার প্রয়োজন সামনের দিনগুলিতে অনুভূত হবে আরও বেশী করে। এই পরিপ্রেক্ষিতে যেহেতু আপনার সাম্প্রতিক বিভিন্ন পদক্ষেপে জাতীয় ঐক্য দুর্বলতর হচ্ছে, গণতন্ত্রে উত্তরণ জটিলতর হচ্ছে এবং জাতীয়তাবাদী ফ্রন্টের কর্মসূচীর (অর্থাৎ আপনার নির্বাচনী প্রতিশ্রুতির) বাস্তবায়নে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি হয়েছে, সেহেতু জনগণের রায়ের প্রতি বিশ্বস্ত থাকার জন্য আমি মন্ত্রী পরিষদের সদস্যপদ ত্যাগ-এর সিদ্ধান্ত নিয়েছি।

"মাননীয় রাষ্ট্রপতি, দেশের শিক্ষামন্ত্রী হিসাবে আমার উপর অর্পিত দায়িত্ব আমি সততা ও নিষ্ঠার সঙ্গে পালন করার চেষ্টা করেছি এবং শিক্ষানীতি প্রণয়নের ক্ষেত্রে জাতীয় ঐক্য ও ঐতিহ্য, জাতীয় প্রয়োজন, জনগণের ধর্মীয় অনুভূতি, নৈতিক, গণতান্ত্রিক ও মানবিক মূল্যবোধ, দেশপ্রেম, জনগণের সঙ্গতি, শিক্ষক ও শিক্ষার্থীর বাস্তব সমস্যাকে বাস্তব দৃষ্টিকোণ থেকে খোলা চোখে দেখার জন্য প্রয়াস পেয়েছি। দল, মত, চিন্তাধারা নির্বিশেষে সকলের মতামত আহ্বান করেছি আমাদের প্রয়োজন, সামর্থ্য ও ঐতিহ্য অনুযায়ী যুগোপযোগী শিক্ষানীতি প্রণয়নের জন্য। এ উদ্দেশ্যে গঠিত জাতীয় শিক্ষা

ইত্তেফাক

তারিখ ... ১২।১০।৭৮ ...
পৃষ্ঠা ... ১ ... কলাম ... ২ ...

প্রচেষ্টা আমি আমার ক্ষুদ্র শক্তি দিয়ে সূচনা করেছি তার ধারাবাহিকতা অক্ষুণ্ণ থাকবে এবং পূর্ব নির্ধারিত তিন মাস সময়ের মধ্যে অর্থাৎ আগামী ১৬ই নভেম্বর-এর মধ্যেই শিক্ষানীতি প্রণয়নের কাজ চূড়ান্তভাবে সুসম্পন্ন হবে ও ঘোষিত হবে।

"জনাব রাষ্ট্রপতি, আপনি ইতিমধ্যেই প্রমাণ পেয়েছেন যে; আমার এ ক্ষুদ্র জীবনে আমি জাতীয় স্বার্থ ও জনগণের অধিকার প্রতিষ্ঠার প্রশ্নে সর্বদাই বিশ্বস্ত ও অবিচল থেকেছি। সুতরাং জাতীয় ঐক্য ও জনগণের অধিকার প্রতিষ্ঠার প্রশ্নে যেহেতু আজ প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি হয়েছে, সেহেতু জনগণের উপর অপরিসীম আস্থা স্থাপন করে বর্তমান মুহূর্তের দেশপ্রেমিক জাতীয় কর্তব্য হিসাবে গ্রহণ করে আমি আমার পদত্যাগপত্র পেশ করছি।"

এক প্রশ্নের জবাবে কাজী জাফর আহমদ জানান যে, পদত্যাগ করার পর প্রেসিডেন্ট জিয়া তাঁহাকে সরকারী গাড়ী এবং সরকারী বাড়ী ব্যবহার করার অনুরোধ জানাইলে তিনি উহা বিনয়ের সহিত প্রত্যাখ্যান করেন। এবং পদত্যাগপত্র পেশের পর বাংলা শ্রমিক ফেডারেশনের গাড়ীতে চড়িয়া বঙ্গভবন ত্যাগ করেন।

তিনি কবে পদত্যাগ করার সিদ্ধান্ত লইয়াছেন, প্রশ্ন করা হইলে তিনি জানান যে, ফ্রন্ট বিলুপ্তি ঘোষণার পরেই তিনি এই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন।

জাতীয়তাবাদী দলের সহিত তাঁহার কিংবা তাঁহার দলের সম্পর্ক কি হইবে প্রশ্ন করা হইলে কাজী জাফর বলেন, ফ্রন্টের কর্মসূচী হইবে সম্পর্কের মাপকাঠি। কর্মসূচী বাস্তবায়িত হইলে এক ধরনের সম্পর্ক হইবে, না হইলে আর এক ধরনের সম্পর্ক হইবে।

সাংবাদিক সম্মেলনের পূর্বে মন্ত্রিত্ব ত্যাগ করার জন্য দলীয় কর্মীরা কাজী জাফরকে বিপুলভাবে মাল্যভূষিত করে।

কাজী জাফর আহমদের পরিবারবর্গ পদত্যাগপত্র পেশের দুই ঘণ্টার মধ্যে সরকারী বাসভবন ত্যাগ করিয়াছেন। কাজী জাফরও আর সরকারী বাসভবনে ফিরিয়া যান নাই।